এ পোড়া বাংলায়
বর্ষা আসে, বন্যা আসে -- চোখের জলে বুক ভাসে

কাগজের প্রথম পাতায় একটা ছবি দিয়ে হেডলাইন করা হয়েছে । সম্পূর্ণ ধূলিসাত একটা গোটা বাড়ি, গৃহস্থালির ধ্বংসস্তূপ চারপাশে ছড়ানো ছিটানো , সামনে কপালে হাত দিয়ে বসে ৭৬ বছরের বৃদ্ধ গৌড়হরি দাস , পেছনে বিহ্বল চোখে দাঁড়িয়ে পুত্রবধূ , কোলে দেড় বছরের উলঙ্গ শিশু -- গৌড়বাবুর বারো জনের সংসারের কনিষ্ঠতম সদস্য । গত ২১ জুনের বন্যা এদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে গেছে । পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং-এর এই দাস পরিবারের বন্যায় ঘর ভাঙলো এ নিয়ে ২২ বার । ভাবলে শিহরন হয়, তাই না ?

. . . কিন্তু গ্রামবাংলার গরীব মানুষদের হয় না আর । কারণ এ ঘটনা কিছুমাত্র নতুন নয় । মেদিনীপুর বীরভূম মালদা মুর্শিদাবাদ ২৪-পরগনায় এরকম বহু বহু পরিবার রয়েছে যাদের বানের জলে ঘর ভেঙেছে সব ভেসেছে ৯ বার, ১৩ বার, ১৬ বার । মাথার ওপর খোলা আকাশটুকু সম্বল করে ওরা হাইওয়ের ওপর উঠে এসেছে বার বার, প্রতিবার । ত্রাণ আসেনি, প্রশাসনের কেউ আসেনি, বেশ ক'দিন পরে অবশ্য মন্ত্রী এসেছেন লোক-লস্কর পুলিশ আমলা নিয়ে । ওরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছে -- পুনর্বাসন , ৬ কোটি ৮ কোটি ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ, আর বন্যানিরোধের প্রতিশ্রুতি । চলে গেছেন ওঁরা ধোঁয়া উড়িয়ে । এরপর বন্যাও চলে গেছে । বছর চলে গেছে । কিছুই মেলেনি । আবার ঘুরে এসেছে বাৎসরিক বন্যা, আর আবার বানভাসি মানুষের কান্না । এটাই দস্তুর । স্বাধীনতার পর কয়েক বছর যদি বা কিছু সরকারি প্রয়াস হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণের , গত পঁচিশ তিরিশ বছর বাংলার মানুষ দেখে চলেছে শুধুই অর্থ অপচয়, ভাঙন, নদীর আগ্রাসন আর মিথ্যে প্রতিশ্রুতি । গরীব শ্রমজীবী মানুষ বছর বছর এই মর্মান্তিক পরিণতিতেই অভ্যস্ত হচ্ছে , হতে বাধ্য হচ্ছে , উপায় তো নেই !

বন্যা এ দেশে চিরকাল হ'ত । গঙ্গার বানের পলি দিয়ে এই বাংলা গঠিত । সে মাটির বিপুল উর্বরতাই একে নাম দিয়েছিলো সোনার বাংলা । সব নদী-মাতৃক দেশের মতোই আমাদের দেশের মানুষও হাজার হাজার বছর ধরে সেই বন্যার সঙ্গেই বাস করার কৌশল আয়ত্ত করেছিল । বর্ষার দিন-তারিখ-নিয়ম মেনে , গ্রীষ্মের তাপ তিথি জেনে , ঋতুচক্রের সঙ্গে নিজেদের উৎপাদনের চক্রকে সুবিধাজনকভাবে মিলিয়ে নিয়েছিলেন তারা । প্রকৃতির গায়ে লেগে বাস করতে করতে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছিল , তারই বলে সুস্থ সবলভাবে বাঁচা সম্ভব হত । সভ্যতার 'উন্নয়ন ' বাঁধ দিয়ে, ব্যারেজ করে, নদীপথ আটকে, সেচখাল কেটে , উচ্চফলনশীল চাষ বাড়িয়ে , জলা পুকুর খানা পগার ভরাট করার আধুনিক বিদ্যা দিয়ে ঐতিহ্যবাহী প্রকৃতি-জ্ঞানের গভীর বিপুল ভান্ডারকে অবহেলা করেছে । প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মগুলির বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষ নিজেকে যে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে , তারই মর্মান্তিক পরিণতি গত দু'দশকের বছর বছর বিধ্বংসী বন্যা -- সব খোয়ানো সব হারানোর ধারাবাহিক ক্রন্দন কাহিনী ।